بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৮/০১ | রবিবার, ০১ শা'বান, ১৪৪২ হিজরী | ১৪/০৩/২০২১ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

ফেনী নদীর উপর ভারতকে তার কৌশলগত "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ব্রীজ" নির্মাণ করতে দেয়ার বিষয়টি জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে ধর্মনিরপেক্ষ হাসিনা সরকার আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা'র চরম অবাধ্য এবং কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রসমূহের বিশ্বস্ত দালাল

শেখ হাসিনা তার শাসনকার্যে এমন কোন উপাদানই অবশিষ্ট রাখছে না যেটাকে আল্লাহ্'র জন্য বন্ধুত্ব ও আল্লাহ্'র জন্য শত্রুতা'র (আল ওয়ালা' ওয়াল বারা') সাথে সংযুক্ত করা যায়। তার শাসন এখন কাফির-মুশরিক শত্রুদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও আনুগত্যের এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষের এক ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। ভারতের পানি আগ্রাসনের কারণে বাংলাদেশের নদ-নদীগুলো যখন বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তখন বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সেই ভারতকেই আমাদের নদীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সুযোগ করে দিয়েছে। আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত 'পূর্বমুখী নীতির' অংশ হিসেবে আমাদের ফেনী নদীর উপর নির্মিত ১.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ (মৈত্রী সেতু)" ভারতের জন্য কৌশলগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অবকাঠামো। এমতাবস্থায়, এই সুযোগটিকে বাংলাদেশের উপর ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধের কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের পরিবর্তে হাসিনা তার নির্লজ্জ দালালীর প্রদর্শনী হিসেবে ৯ই মার্চ ২০২১, মোদির সাথে যৌথভাবে সেতু উদ্বোধন করে উল্লাস প্রকাশ করেছে। এছাড়াও, সাম্রাজ্যবাদীদের হাতিয়ার বিশ্বব্যাংক এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক এজেন্ডাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাল্পনিক তথ্য ব্যবহার করে ভারতের সাথে সম্পাদিত আত্মঘাতী এই চুক্তিকে ন্যায়সঙ্গত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সেতু উদ্বোধনের দিনেই এই কুখ্যাত প্রতিষ্ঠান, বিশ্বব্যাংক, একটি বিভ্রান্তিমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ও তাতে উল্লেখ করেছে যে, ভারতের সাথে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ ভারতে তার রপ্তানির পরিমাণ ১৮২ শতাংশ বাড়িয়ে তুলতে পারে *("ভারতের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে ১৬.৬ শতাংশ বাড়িয়ে তুলতে পারে: বিশ্বব্যাংক", দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ৯ই মার্চ, ২০২১)*! প্রকৃতপক্ষে, ভারতের স্বার্থরক্ষা করতে হাসিনা সরকারের নিকট "বন্ধুত্বের সম্পর্ক" ছাড়া আর কোন অজুহাত নাই। অথচ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: **"নিশ্চয়ই আপনি সকল মানুষের মধ্যে মু'মিনদের প্রতি অধিক শত্রুতাপোষণকারী পাবেন ইহুদি ও মুশরিকদের।"** [সূরা আল-মায়িদাহ্: ৮২]

হে মুসলিমগণ, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই! ১৯২৪ সালে বৃটেন কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী কামাল "আতাতুর্ক"-এর সহযোগীতায় খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের পর থেকে হাসিনাসহ এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী শাসকদেরকে মুসলিম উম্মাহ্'র উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা মুসলিম উম্মাহ্'র স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের কোন পরোয়া করেনা; কারণ, না তারা মুসলিম উম্মাহ্'র প্রতিনিধিত্ব করে, না তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে ভয় করে। কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থরক্ষার নির্লজ্জ দালালীর এই সংস্কৃতিকে চিরতরে বন্ধ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই অবিলম্বে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যা কখনোই হাসিনার মতো বিশ্বাসঘাতক শাসকদের জন্মদান থেকে বিরত থাকবে না। এবং, আবারও একটি পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য নবুয়্যতের আদলে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ ফিরিয়ে আনা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আসন্ন খিলাফত আমাদের ভূমিকে কখনো কৌশলগতভাবে অন্য কোন কাফির রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হতে দেবে না। খিলাফত রাষ্ট্রের শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও দূরদর্শিতার অংশ হিসেবে বাণিজ্য ও শিল্পায়ননীতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। খিলাফত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি কেবল অর্থনীতিকে ভোক্তামুখী করে তোলার লক্ষ্যে ব্যবসার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে না, যা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিওবা খিলাফত রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বিমুখ হবে না, তথাপি এটি অসাধারণ সামরিক ক্ষমতা ও দক্ষতার সাথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে যাতে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের অজুহাতে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ আমাদের অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ না পায়। প্রতিশ্রুত খিলাফত তার ভারী শিল্পায়ননীতি বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাপী বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা উম্মাহ্'র সেরা বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলীদেরকে একত্রিত করবে, যাতে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্'র জন্য খিলাফতের সমরভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: *وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا*

"আল্লাহ কখনও কাফিরদের জন্য মু'মিনদের উপর কর্তৃত্বের কোনো পথ রাখবেন না"। [সূরা আন-নিসা: ১৪১]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ